ইসমাইল রেহান
আবদুর রশীদ তারাপাশী

বিশ্বাসঘাতকদের ইতিহাস

বিশ্বাসঘাতকদের ইতিহাস

ইসমাইল রেহান

আবদুর রশীদ তারাপাশী

কালান্তর প্রকাশনী

তৃতীয় মুদ্রণ : এপ্রিল ২০২৩
প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০২২

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৩৫০, US $ 14. UK £ 9

প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-96764-4-7

Biswasghatokder Etihas
by **Ismail Rehan**
Abdur Rashid Tarapashi

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

সূচিপত্র

ভূমিকা	৯
প্রাককথন	১১
মুনাফিক সরদার : আবদুল্লাহ ইবনু উবাই	১৩
ভয়ংকর প্রতারক : আবদুল্লাহ ইবনু সাবা	১৮
মিহি সুতোর কেরামতি : বাহা ফরিদ নিশাপুরি	২৪
ধূর্ত বধির : ইসহাক আখরাস	২৭
খোরাসানের কালসাপ : উস্তাদ সিস খোরাসানি	৩২
বিশ্বত্রাস সন্ত্রাসী : হাসান ইবনু সাব্বাহ	৩৪
প্রতারক খলিফা : আহমাদ আন নাসির লিদিনিল্লাহ	৩৯
খাওয়ারিজমের হতভাগা আমলা : বাদরুদ্দিন আমিদ	৪২
গাদ্দার সেনাপতি : সাইফুদ্দিন আগরাক	৪৫
ধ্বংসের নায়ক : ইবনু আলকামি	৪৭
ধীমান ধূর্ত : খাজা নাসিরুদ্দিন তুসি	৪৯
আন্দালুসিয়ার গাদ্দার : আবু আবদুল্লাহ	৫৩
বাংলার বিশ্বাসঘাতক : মির জাফর আলি খান	৫৯
মহিশুরের গাদ্দারের পাল	৬৩
ক্ষমতার কাঙাল : মাহদি আলি খান	৬৮
মহিশুরের ধূর্ত শেয়াল : রাজা খান	৭১
প্রতারক বন্ধু : ইয়ার মুহাম্মাদ খান	৭২
হিংসুক শাসক : খাদি খান	৭৮
ভয়ানক ধোঁকাবাজ : পায়েন্দা খান	৮১
গাদ্দার আর গাদ্দার	৮৬
আস্তিনের সাপ : মির্জা গোলাম কাদিয়ানি	৯৩
মুখোশধারী কালকেউটে : স্যার জাফরুল্লাহ কাদিয়ানি	৯৭
অভিশপ্ত 'জাতীয় হিরো' : ড. আবদুস সালাম কাদিয়ানি	৯৯

খিলাফতের আস্তিনের সাপ : গাদ্দার কামাল পাশা ১০৩
কমিউনিজমের পালকপুত্র : সরদার দাউদ খান ১০৭
হিরো থেকে ভীরু : ইয়াসির আরাফাত ১১৫
আস্তিনের সাপ : নবাব সাদাত আলি খান ১১৮
বিশ্বাসঘাতকের যোগ্য উত্তরসূরি : ইসকান্দার মির্জা ১২১
রক্তখেকো দুই জেনারেল : ইয়াহইয়া খান ও নিয়াজি ১৩২
হিজাজের বিশ্বাসঘাতক : হুসাইন ইবনু আলি ১৩৫
এক. উসমানি সালতানাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ১৩৬
দুই. হিন্দুস্থানি ইংরেজবিরোধী বিপ্লবের পিঠে হুসাইনের ছুরিকাঘাত ১৩৮
নব্য ফারাওদের কীর্তি ১৪১
এক. মিসর থেকে পরিচালিত প্রথম ষড়যন্ত্র ১৪১
দুই. আব্বাসি, আইয়ুবি ও মামলুক যুগে গাদ্দারি ১৪২
মিসরের ক্ষমতালোভী খেদিব : ইসমাইল পাশা ১৪৩
বিষাক্ত তরবারি : মুহাম্মাদ আলি পাশা ১৪৫
এক. কায়রো দুর্গে মামলুক গণহত্যা ১৪৮
দুই. মুহাম্মাদ আলির নানাবিধ চক্রান্ত এবং অত্যাচার-অনাচার ১৪৯
তিন. মুহাম্মাদ আলি ও ফ্রিম্যাসন ১৫০
চার. ইসলামের ওপর মুহাম্মাদ আলির আঘাত ১৫৫
পাঁচ. অভিজাত ইসলামি পরিচিতি হারিয়ে ফেলা ১৫৭
ছয়. মুহাম্মাদ আলির সামরিক অভিযান ১৫৮
সাত. হিজাজ ও নজদে মুহাম্মাদ আলির হামলার কারণ ১৫৮
আট. ব্রিটেনের সঙ্গে মুহাম্মাদ আলির সখ্য ১৬১
নয়. মুহাম্মাদ আলি পাশা ও গ্রিস ১৬৩
দশ. আলি পাশার শাম দখল এবং উসমানি খিলাফতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ১৬৫
মিসরের দুই গাদ্দার বাদশাহ : প্রথম ফুয়াদ ও ফারুক ১৭৪
এক. ওয়াফাদ পার্টির সঙ্গে মতবিরোধিতার কারণ ১৭৪
দুই. ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও বাদশাহ ফারুক ১৭৫
তিন. আরব জাতীয়তাবাদের ঢেউ বনাম ইখওয়ানি চেতনা ১৭৬
চার. নির্বাসিত ফারুক ১৮১
পাঁচ. বিলাসী ফারুক ১৮২
মিসরের নব্য ফারাও : জামাল আবদুন নাসির ১৮৩
এক. বাল্যকাল, শিক্ষা ও কর্মজীবন ১৮৪

দুই. আরব-ইসরাইল যুদ্ধে নাসির ১৮৫
তিন. বুশঘেঁষা হওয়ার কারণ ১৮৫
চার. অহমিকা আক্রান্ত নাসির এবং ছয় দিনের যুদ্ধ ১৮৭
পাঁচ. ক্ষমতা ছাড়ার নাটক ১৮৭
ছয়. রাশিয়ার দ্বিচারিতা ১৮৮
সাত. ইখওয়ানের বিরুদ্ধে রাশিয়ার ফিরআউনি আচরণ ১৮৮
জায়োনিস্টদের বন্ধু প্রেসিডেন্ট : আনোয়ার সাদাত ১৯১
এক. সাদাত ও ইসলামপন্থি শক্তি ১৯২
দুই. সাদাতকে হত্যা ১৯৪
রক্তখেকো নব্য ফারাও : হুসনি মোবারক ১৯৫
এক. কী এই আরব বসন্ত ২০১
দুই. কীভাবে সূচনা হয় আরব বসন্তের ২০২
তিন. আন্দোলনের ঢেউ যেভাবে মিসরে ২০৩
চার. তাহরির স্কয়ার ২০৪
পাঁচ. কালানুক্রমিকে আরব বসন্তের মূল ঘটনাসমূহ ২০৬
বিশ্বাসঘাতক সেনাপ্রধান : জেনারেল সিসি ২০৮
এক. মুহাম্মাদ মুরসি ২০৯
দুই. মুরসির বিরুদ্ধে গাদ্দারদের ষড়যন্ত্রের কারণ ২১০
তিন. কী ছিল মুরসির অপরাধ ২১১
চার. বিচার ও গণবিক্ষোভ ২১৪

ভূমিকা

‘আস্তিন কা সাঁপ’ প্রবচনটি মূলত ফারসি ভাষার ‘মারে আস্তিন’ থেকে গৃহীত। শাব্দিক অর্থ ‘জামার হাতার সাপ’ হলেও প্রবচনটি ব্যবহৃত হয় গাদ্দার ও বিশ্বাসঘাতকদের বোঝাতে। আমরা ‘বন্ধুরূপী শত্রু’, ‘কড়িকাঠের ইঁদুর’, ‘ঘরের শত্রু’ বলে যা বোঝাই, ‘আস্তিন কা সাপ’ বলে মূলত তা-ই বোঝানো হয়ে থাকে।

আসলে গাদ্দারদের অপঘাত বোঝাতে ‘আস্তিনের সাপ’ শব্দটি যথেষ্ট নয়। কেননা, জামার হাতায় থাকা সাপের ছোবলে কেবল সংশ্লিষ্ট লোকই মারা যেতে পারে। পক্ষান্তরে কোনো গাদ্দারের বিষাক্ত ছোবলে ধ্বংস হতে পারে পুরো একটি রাষ্ট্র—একটি সমৃদ্ধ জাতি। গাদ্দাররা হয় প্রকাশ্য শত্রুর তুলনায় অধিকতর ভয়ানক। কারণ, মানুষ প্রকাশ্য শত্রু থেকে বাঁচার ব্যবস্থা নিলেও গাদ্দারদের ব্যাপারে থাকে নির্ভার। ফলে এরা পুরো শক্তি নিয়ে আঘাত হানতে পারে।

ইতিহাস পড়লে অনুমান করা যায়, যুগে যুগে ঘরের শত্রুরা ইসলামের যে ক্ষতি করেছে, প্রকাশ্য শত্রুরা তার এক-দশমাংশও করতে পারেনি। ইসলামি রাষ্ট্র ও মুসলিম জাতিসত্তার ওপর বড় বড় যে বিপর্যয় নেমে এসেছে, এর মূলে কিন্তু এই গাদ্দারদেরই ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি। এদের বিষ এতই প্রতিক্রিয়াশীল যে, জাতিকে এর উপশম পেতে কয়েক শতাব্দী লেগে যায়। তারপরও পুরোপুরি পাওয়া যায় না।

নিঃসন্দেহে মাওলানা ইসমাইল রেহান হাফিজাহুল্লাহ সময়ের শক্তিমান একজন ইতিহাসবিদ। তিনি কয়েক বছর আগে সাপ্তাহিক *বাচ্চো কা ইসলাম* নামক সাময়িকীতে ইসলামের গাদ্দারদের নিয়ে একটি সিরিজ রচনা করে এসেছিলেন। সেই সিরিজেরই মলাটবদ্ধরূপ হচ্ছে *আস্তিন কা সাপ*।

বইটি শিশু-কিশোরদের জন্য লেখা হলেও এর আবেদন কিন্তু সমাজের সব শ্রেণির মানুষের কাছে সমানভাবে প্রযোজ্য। কালান্তর প্রকাশনী সবসময় বিশুদ্ধ ইতিহাসে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। সে হিসেবে এটি অনুবাদের দায়িত্ব দেওয়া হয় আমাকে। তবে কলেবরে

অনেক ছোট হওয়ায় প্রকাশনীর অনুরোধে আমি তাতে আরও কতিপয় গাদ্দারের কর্মতৎপরতা যোগ করি।

এখানে একটা বিষয় স্পষ্ট করা দরকার মনে করছি। লেখাগুলো আমরা সন হিসেবে ধারাবাহিক রাখার চেষ্টা করেছি। তাই ইসমাইল রেহানের লেখা আর আমার লেখা একাকার হয়ে গেছে। এগুলোর প্রতিটি শিরোনাম উল্লেখ করে কার কোনটি, সেটি আর ভূমিকায় বলে দেওয়ার প্রয়োজন মনে করছি না। পাঠক যেন বিষয়টি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন।

ইতিহাসের আলোচিত-অনালোচিত আরও কজন বিশ্বাসঘাতককে নিয়ে এ বইটির দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের ইচ্ছা আছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাওফিক দিলে কাজটা সমাপ্ত করব ইনশাআল্লাহ।

সম্মানিত পাঠক বরাবরে অনুরোধ, গ্রন্থটির কোথাও কোনো ভুল দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের জানাবেন। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী মুদ্রণে তা সংশোধন করা হবে।

আবদুর রশীদ তারাপাশী
১০ মে ২০২২

প্রাককথন

আগেকার যুগের মানুষের পোশাকের ধরন ছিল বর্তমানের পোশাক থেকে অনেকটা ভিন্ন। তখনকার মানুষের জামার বাইরের দিকে কোনো পকেট থাকত না। কারণ, পকেট দেওয়া হয় টাকাপয়সা রাখার জন্য। কিন্তু সে কালে তো বর্তমানের মতো কাগজের মুদ্রা ছিল না। তখনকার মুদ্রা হতো সোনা-রুপার। কেউ যদি তার সঙ্গে দু-চারশ মুদ্রা নিয়ে বেরোত, তাহলে সেই মুদ্রার ওজন কি অন্তত আধা কিলো হবে না? এত ওজন পকেটে করে বেড়ানো কি সম্ভব? তাই সে যুগের মানুষ মুদ্রাগুলো খুঁতিতে ভরে কোমরের সঙ্গে অথবা জামার হাতায় গোপন পকেটে বেঁধে রাখত। তখনকার পোশাকের হাতা হতো অনেকটা খোলামেলা। সেই খোলামেলা হাতায়ই মুদ্রাগুলো রাখা হতো। রাখার পদ্ধতিটা ছিল এমন—মুদ্রাগুলোকে একটি থলেতে ভরে ফিতা দিয়ে হাতের নলার সঙ্গে বেঁধে নেওয়া হতো। এভাবেই ওগুলো পকেটমারদের হাত থেকে নিরাপদ থাকত। সে কালেও কিন্তু পকেটমারের অস্তিত্ব ছিল, ফিকহের প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পকেটমার-সংক্রান্ত বিধানই এর বড় প্রমাণ। আরবিতে পকেটমারদের বলা হয় 'তাররার'। আজও আমাদের সমাজে ধূর্ত ও ধড়িবাজ লোকদের 'তাররার' বলা হয়ে থাকে।

এবার লক্ষ করুন, হাতার পকেটে যদি মুদ্রা লুকিয়ে রাখা হয়, তাহলে কি সেই পকেট কেটে মুদ্রাগুলো হাতিয়ে নেওয়ার সাহস হবে কারও? কেউ এমন দুঃসাহস দেখালে কি সঙ্গে সঙ্গে তাকে পাকড়াও করা হবে না? তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে, সে কালের পকেটমাররা এতটাই চতুর ছিল যে, অনেক সময় হাতার সেই গোপন পকেট থেকেও মুদ্রাগুলো কেটে নিয়ে যেত; অথচ মুদ্রাবহনকারী টেরও পেত না!

এই যে গোপন পকেটের কথা বলা হলো, তাতে কি জলজ্যান্ত কোনো সাপ ঢুকে পড়তে পারে? বাস্তবেই যদি কারও হাতায় সাপ ঢুকে পড়ে; আর সে তা টের না পায়, তাহলে তার চেয়ে উদাসীন কেউ হতে পারে? তার ধ্বংস কতটা কাছে, তা কি বলার অপেক্ষা রাখে? এদিক বিবেচনায় রেখেই উর্দুতে একটি মজার প্রবাদ হচ্ছে, 'আস্তিনে সাপ পোষা।' তবে প্রবাদটির মর্মার্থ হচ্ছে, নিজের ঘর বা বন্ধুমহলে শত্রুকে স্থান দেওয়া, আপন সমাজ ও দেশে গাদ্দারদের অবাধে চলাফেরা করতে দেওয়া।

ইতিহাস সাক্ষী, কালপরিক্রমায় মুসলিম উম্মাহ নিজেদের আস্তিনের সাপদের দ্বারা যতটা দংশিত হয়েছে, বহির্শক্তি দ্বারা ততটুকু হয়নি। এই আস্তিনের সাপদের তালিকা বেশ দীর্ঘ। যখনই জাতি সফল কর্মপন্থা অবলম্বন করে ওদের থেকে সাবধান থেকেছে, ওদের পাকড়াও করেছে, তখনই তারা ধ্বংস ও ক্ষতি থেকে নিরাপদ থেকেছে; আর যখনই তারা ওদের ব্যাপারে উদাসীন থেকেছে, তখনই ধ্বংস হয়েছে তাদের ললাট-লিখন।

উম্মাহর বড় বড় সাম্রাজ্য ওই গাদ্দারদের হাতেই ধ্বংস হয়েছে। সবচেয়ে আফসোসের কথা হচ্ছে, দেখা গেছে অনেক সময় আমরা ওই সাপগুলোকে দুধ-কলা খাইয়ে লালনপালন করেছি। প্রজ্ঞাবানরা তখন সতর্ক করলেও আমরা মোটেও সতর্ক হইনি। অবশেষে গাদ্দাররা যখন তাদের কুৎসিত চেহারা নিয়ে সামনে এসেছে, তখন আর করার কিছুই থাকেনি।

আপনারা জানেন, একটি বাগানকে ফলে-ফুলে সুশোভিত করে তুলতে যেমন বাগানে পানি সেচ দিতে হয়, সার ছিটাতে হয়, তেমনি বাগানকে ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ থেকেও নিরাপদ রাখতে হয়। জাতির গাদ্দাররা এমন বিষাক্ত সাপের মতো, যারা প্রথমে জাতির গা থেকে রক্ত শুষে নেয়, অবশেষে দংশন করে একেবারে মেরে ফেলে।

সে-সকল গাদ্দার থেকে দেশ ও জাতির শিশু-কিশোরদের সতর্ক থাকা ও এর কর্মপন্থা নিয়ে আমি কয়েক বছর আগে *বাচ্চু কা ইসলাম* সাপ্তাহিকীতে *আস্তিন কা সাপ* শিরোনামে একটি সিরিজ লিখে আসছিলাম। আমাদের অতি প্রিয়জন বিখ্যাত সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক মরহুম ইশতিয়াক আহমাদ সিরিজটি খুব পছন্দ করেছিলেন। সিরিজটি শিশু-কিশোরদের জন্য লেখা হলেও বড়রাও এ থেকে উপকৃত হবেন ইনশাআল্লাহ। বর্তমানে ভাই ফাহিম আলমের বিশেষ আগ্রহ ও কৌতূহলে সিরিজটি গ্রন্থাকারে আসছে। আমি আনন্দিত যে, গ্রন্থটির প্রচ্ছদ করেছেন *বাচ্চুকা ইসলাম* সাপ্তাহিকীর বিখ্যাত আর্টিস্ট কায়সার শরিফ। নিশ্চয় কাজটি সুন্দর ও সফল হয়েছে। আমরা এ যৌথ প্রয়াসটি এই আবেগ বুকে নিয়ে জাতির কিশোর ও তরুণদের হাতে তুলে দিচ্ছি, যারা বড় হয়ে যখন এ দেশের বিভিন্ন বিভাগের লাগাম নিজেদের হাতে তুলে নেবে, তখন যেন আস্তিনের সাপগুলোকে মাথা বের করার অবকাশ না দেয়। দেশ যাতে সেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যপানে এগিয়ে যায়, যে লক্ষ্য সামনে রেখে তা প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। তারা যেন এ দেশে ইসলামকে সফলভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

মুহাম্মাদ ইসমাইল রেহান
১২ জিলকাদা ১৪৪০—২৫ জুলাই ২০১৯

মুনাফিক সরদার

আবদুল্লাহ ইবনু উবাই

'মাটি ওড়াবেন না'—রাগে চোখ-মুখ লাল করে বলছিল লোকটি।

প্রিয়নবি ﷺ-এর বাহন লোকটির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে তখন তার সাথিদের নিয়ে রাস্তার পাশে বসা ছিল। নবিজির ঘোড়ার খুরের আঘাতে ওড়া ধুলোবালি লোকটি ও তার সাথিদের গায়ে গিয়ে লাগলে এভাবে খেপে ওঠে কথাগুলো বলছিল লোকটি; কিন্তু সে তো চিরকালের হতভাগা। সে কি জানত এগুলো কার ঘোড়ার খুরের ধুলো? কী সুমহান মর্যাদা ওই মহামানবের? তাঁর বাহনের ওড়ানো ধুলোর মর্যাদা তো মেশক ও আম্বরের চেয়ে বহুগুণ বেশি। নবিজির সঙ্গে তখন কয়েকজন সাহাবিও ছিলেন। তারা লোকটির এই অশিষ্ট আচরণের জবাবে কিছু কড়া কথা শুনিয়ে দেন। এক সাহাবি তো বলে ওঠেন, 'আল্লাহর কসম, নবিজির গাধার গায়ের দুর্গন্ধও তোর গায়ের দুর্গন্ধ থেকে হাজারগুণ উত্তম!'

নবিজির সঙ্গে অভদ্র আচরণকারী এই লোকটির নাম ছিল আবদুল্লাহ ইবনু উবাই। সে ছিল মূলত মদিনার ইয়াহুদিদের নেতা। আনসারদের সঙ্গেও তার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। আনসারদের বড় দুই গোত্র তথা আউস খাজরাজে সে ছিল সমান গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি। ইসলামগ্রহণের আগে আউস ও খাজরাজিরা ছিল একে অপরের প্রাণের শত্রু। বছরের পর বছর পরস্পর যুদ্ধ করতে করতে ছিল ক্লান্ত। একপর্যায়ে তারা এই সিদ্ধান্তে যায় যে—আমরা আবদুল্লাহ ইবনু উবাইকে ইয়াসরিবের (মদিনার) বাদশাহ বানিয়ে নেব, যাতে এক নেতার অধীনে ঐক্যবদ্ধ হতে পারি; ভবিষ্যতে যাতে আমাদের মধ্যে আর লড়াই না বাধে। কিন্তু ঘটনাক্রমে তার মাথায় বাদশাহির মুকুট পরানোর আগেই হজমৌসুম চলে আসে। ফলে মদিনার অনেক মানুষ হজের উদ্দেশ্যে মক্কায় চলে যায়। সেখানে প্রিয়নবি ﷺ-এর সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়। নবিজি ﷺ তাঁদের ইসলামের দাওয়াত দিলে তাঁরা ইসলামের ছায়াতলে চলে আসেন। হজ শেষে তাঁরা নিজ নিজ এলাকায় ফিরে স্ব স্ব গোত্র ও মহল্লায় ইসলামের বাণীর প্রচার শুরু করেন। ফলে মদিনায় ইসলাম ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং আবদুল্লাহ ইবনু উবাইকে বাদশাহ বানানোর

বিষয়টি চাপা পড়ে যায়। কারণ, মদিনাবাসী তো নবিজির মতো দীন-দুনিয়ার অনুপম বাদশাহ পেয়ে গেছে! ফলে আবদুল্লাহ ইবনু উবাইয়ের মতো কাউকে আর তাদের নেতা মানার প্রয়োজন ছিল না।

এদিকে ইবনু উবাই—যে এতদিন ধরে মদিনার বাদশাহ হওয়ার রঙিন স্বপ্নজাল বুনে আসছিল, অপ্রত্যাশিতভাবে অবস্থার মোড় পালটে যেতে দেখে মনে মনে হিংসার আগুনে জ্বলে ভুনা কাবাব হয়ে যাচ্ছিল। সে আনসারদের ইসলামগ্রহণ থেকে বিরত রাখার প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল; কিন্তু তার সব চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

এর মধ্যে কিছুদিন পর প্রিয়নবির নির্দেশে একদল সাহাবি মদিনায় ইসলামের দাওয়াত নিয়ে চলে আসেন। এরপর তো খোদ নবিজিও আবু বকর রা.-কে সঙ্গে নিয়ে মদিনায় হিজরত করেন। তখন মদিনার প্রতিটি ঘরে যেন আনন্দের জোয়ার বইছিল। তবে তাঁদের এই আনন্দ মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ ইবনু উবাইয়ের গায়ে যেন কাঁটা হয়ে বিঁধছিল। সে দাঁতে দাঁত চেপে তার ক্ষোভ হজম করছিল। কিছুদিন বিভিন্ন বৈঠকে মুসলিমদের নিয়ে বিরূপ কথাবার্তা বলতে থাকে। তবে মানুষ তার এসব কথাকে পাগলের প্রলাপ মনে করে এড়িয়ে যায়। ফলে সে নবিজির নামে বিভিন্ন অপবাদ রটাতে শুরু করে। কিন্তু এবারও হালে পানি না পেয়ে ভাবতে থাকে—নাহ, এভাবে কাজ হবে না; অন্য পথে এগোতে হবে। তখন সে তার শয়তানি মস্তিষ্কতাড়িত হয়ে নতুন এক ফন্দি আঁটে।

ইয়াহুদি ধর্মবিশ্বাস ধারণকারী ইবনু উবাই ছিল বেজায় ধূর্ত ও সাংঘাতিক বাকপটু। সে ছিল ধড়িবাজদের ওস্তাদ। সে তার কতিপয় সাঙ্গপাঙ্গকে লক্ষ করে বলে, 'এভাবে কাজ হবে না। আমাদেরকে বাহ্যত মুহাম্মাদের ধর্মে দীক্ষিত হয়ে তাদের ভেতরে ঢুকে পড়তে হবে এবং ভেতরে থেকেই তাদের ধর্মের শিকড় কেটে ফেলতে হবে। আমরা মুসলিমদের অভ্যন্তরে থেকে তাদের বিভিন্ন রহস্য কাফিরদের কাছে পাচার করব। তাদের মধ্যে বিভেদ ও বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা করব। আমাদের এ কাজটি প্রজন্মান্তর চলতে থাকবে।'

পরিকল্পনা পাকাপোক্ত করার পরই ইবনু উবাই তার ইসলামগ্রহণের ঘোষণা দিয়ে দেয়। তখন তার সঙ্গে কয়েক শ ইয়াহুদিও বাহ্যত ইসলামগ্রহণ করে। তবে এরা সত্যিকার মুসলমান ছিল না। প্রকাশ্যে মুসলমান হলেও ভেতরে ভেতরে ছিল পাক্কা কাফির। এরা বিভিন্ন সময় মুসলিমদের ভীষণ ক্ষতির মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিল। কুরআন, হাদিস এবং শরিয়তের পরিভাষায় এ ধরনের লোকদের 'মুনাফিক' বলা হয়। পবিত্র কুরআন মুনাফিকদের পরিণাম প্রসঙ্গে বলেছে—ওরা হবে জাহান্নামের নিকৃষ্টতম ও সর্বনিম্ন জায়গার অধিবাসী।

আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ছিল মুনাফিকদের গুরু। সে প্রথমে উহুদযুদ্ধের সময় মুসলিমদের প্রতি বিষাক্ত ছোবল হানে। উহুদযুদ্ধে মুসলিমবাহিনীর মোট সেনাসংখ্যা ছিল ১ হাজার। এর মধ্যে ৩০০ ছিল ইবনু উবাইয়ের সাথি। যুদ্ধে সে তার সাথিদের নিয়ে মুসলিমবাহিনীর সঙ্গে বেরোলেও কিছুদূর গিয়ে হঠাৎ এই বলে তার ৩০০ সাথিকে নিয়ে মদিনায় ফিরে আসে—'আমার পরামর্শ ছিল আমরা মদিনায় থেকে লড়াই করব। যেহেতু আমার পরামর্শের কোনো মূল্য দেওয়া হয়নি, তাই আমি আপনাদের সঙ্গ দিতে পারি না।' এ ছাড়া সে মুসলিমদের মধ্যে তখন এই ভীতি ছড়ানোর অপচেষ্টা চালায় যে, 'এটা মূলত কোনো যুদ্ধ নয়; বরং আত্মহত্যার অভিযান।' এভাবে সে ও তার সাথিরা নিষ্ঠপ্রাণ মুসলিমদের যুদ্ধ থেকে বিরত রাখতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যায়।

খন্দকযুদ্ধের সময় যখন মক্কার কুরাইশ এবং অন্যান্য আরব গোত্র মদিনা অবরোধ করে ফেলে, তখনো ইবনু উবাই ও তার মুনাফিক সাথিরা মিলে মদিনার প্রতিরক্ষাব্যবস্থা দুর্বল করার চেষ্টা চালিয়ে যায়। সাহাবায়ে কিরাম এবং খোদ প্রিয়নবি ﷺ প্রচণ্ড ঠান্ডার মধ্যে ক্ষুধার্ত অবস্থায় পরিখার (খন্দক) পাহারায় ছিলেন। অথচ আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ও তার সাথিরা তখন নিজেদের ঘরে বসে আরামে দিন যাপন করছিল। সেই ক্রান্তিকালে তাদের একমাত্র কাজ ছিল বিভিন্ন ধরনের গুজব ছড়িয়ে মুসলিমবাহিনীকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তোলা, মানসিকভাবে তাদের দুর্বল করে ফেলা, যাতে যুদ্ধের আগেই তাঁরা হেরে যান।

এক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে জনৈক আনসার ও মুহাজির সাহাবির মধ্যে কিছুটা বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। ইবনু উবাই বিষয়টা জানতে পেরে বিতর্কের আগুনে ঘি ঢালে। সে মুহাজির সাহাবিকে খুব জঘন্যভাবে বকাঝকা করে। আনসার সাহাবিদের মুহাজিরদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে আরবে বহুল প্রচলিত এই প্রবাদ শোনায়, 'ব্যাপারটি তো দেখা যাচ্ছে তা-ই হয়ে যাচ্ছে, سَمِّنْ كَلْبَكَ يَأْكُلْكَ "নিজ কুকুরকে মোটা তাজা করো, একদিন সে তোমাকেই খেয়ে ফেলবে।" তোমরা তো এই মুহাজিরদের মাথায় তুলে নিয়েছ, তাই এখন তারা তোমাদের ঘাড় মটকে দিতে চাচ্ছে।'

এরপর সে উৎসাহী কণ্ঠে বলে, 'আল্লাহর কসম, মদিনায় পৌঁছেই আমরা সভ্যরা মদিনা থেকে এই অসভ্যদের বিতাড়িত করে ছাড়ব!'

তার এ কথাটি জায়েদ ইবনু আরকাম নামের অল্পবয়সি এক সাহাবির মাধ্যমে নবিজির কানে যায়। নবিজি তখন ইবনু উবাইকে ডেকে পাঠালে সে তার বাকপটুতার মাধ্যমে মিথ্যা কসম খেয়ে বলে, 'কসম খোদার, আমি এ ধরনের কোনো কথা বলিনি। এই অল্পবয়সি ছেলেটি হয়তো আমার কথা বুঝতে পারেনি!'

এরপর মুসলিমরা মদিনায় পৌঁছতেই আল্লাহ তাআলা সুরা মুনাফিকুন নাজিল করে ইবনু উবাইয়ের খোলসাবৃত চরিত্র প্রকাশ করে দেন। ফলে তাকে চূড়ান্ত অপমানিত হতে হয়।

তার সবচেয়ে ঘৃণ্যতম অপরাধ ছিল—সে প্রিয়নবি ﷺ-এর প্রিয়তমা স্ত্রী আয়েশা সিদ্দিকা রা.-এর পবিত্র চরিত্রে কলঙ্ক লেপনের অপপ্রয়াস চালিয়েছিল। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় নবিজি ﷺ-সহ সম্মানিত সাহাবিরা মানসিকভাবে চূড়ান্ত আঘাত পান। এরপর আল্লাহ তাআলা সুরা নুরের ২ ও ৩ নম্বর আয়াত নাজিল করে সিদ্দিকা আয়েশার পবিত্রতা এবং ইবনু উবাইয়ের ঘৃণ্য অপরাধ প্রকাশ করে দেন। এবারও সে ভীষণ অপমানিত হয়। কারণ, ইসলামি শরিয়তের বিধানমতে একজন সচ্চরিত্র মহিলার চরিত্রে কলঙ্ক লেপনের দায়ে তাকে ৮০টি বেত্রাঘাত করা হয়; আর পরকালের শাস্তি তো তার পাওনা রয়েছেই।

নিজেদের একের পর এক চক্রান্ত ব্যর্থ হতে দেখে অবশেষে মুনাফিকরা নবিজি ﷺ-কে হত্যার ষড়যন্ত্র হাতে নেয়। তাবুকযুদ্ধের সময় অধিকাংশ মুনাফিক যুদ্ধে না গিয়ে মদিনায় থেকে গেলেও কতিপয় মুনাফিক নবিজির সঙ্গে যায়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, সুযোগ পেলেই তারা নবিজিকে হত্যা করে সটকে পড়বে।

তাবুক থেকে ফেরার পথে মুসলিমবাহিনী একটি সংকীর্ণ গিরিপথ দিয়ে একজন দুজন করে পেরোচ্ছিলেন। মুনাফিকরা সেখানে ওত পেতে নবিজির অপেক্ষায় বসে থাকে। নবিজির বাহন যখন ওই গিরিপথ মাড়াচ্ছিল, তখন মুনাফিকরা তাদের চেহারার আবরণ ফেলে আচমকা আক্রমণ শুরু করে। কিন্তু ঠিক ওই মুহূর্তে কতিপয় সাহাবি সেখানে এসে উপস্থিত হন। তাঁরা আক্রমণকারীদের চ্যালেঞ্জ জানাতেই মুনাফিকরা শিয়ালের মতো লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যায়।

নবিজি ﷺ তাঁর প্রিয়তম সাহাবি হজরত হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামান রা.-কে সে-সকল মুনাফিকের নাম বলে দিয়েছিলেন, যারা বাহ্যত মুসলিমবেশে মুসলিমদের দলে ঢুকে পড়েছে। এ জন্য হুজায়ফা রা.-কে নবিজির রহস্যজ্ঞাতা বলা হয়ে থাকে।

নিজ কৃতকর্মের কারণে আবদুল্লাহ ইবনু উবাই দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়। সকল মুসলমান তাকে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করতেন। তবে এতকিছুর পরও সে নিজেকে সংশোধন করতে রাজি ছিল না। সে জানত—ইসলামই একমাত্র সত্য দীন; কিন্তু শুরু থেকেই সে এর শত্রুতা কিনে নেয়। বাদশাহি হারানোর মর্মজ্বালা সে কখনো ভুলতে পারেনি। স্বচ্ছ হৃদয়ে ইসলামগ্রহণের সৌভাগ্য তার হয়নি। অবশ্য তার কতিপয় সাথি মুনাফিকি বাদ দিয়ে নিষ্ঠ চিত্তে ইসলামগ্রহণ করেছিল; কিন্তু ইবনু উবাই কাফির